

২৩.রাসূল আমাদের জন্য এতটা করলেন, কিন্তু আমরা ...?

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم: تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني} [إبراهيم: 36] الآية، وقال عيسى عليه السلام: {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك المائدة: 118}، فرفع يديه وقال: «اللهم [أنت العزيز الحكيم] أمتي أمتي»، وبكى، فقال الله عز وجل: «يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك؟» فأثاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، فقال الله: " يا جبريل، اذهب إلى محمد، فقل: إنا (202) سنرضيك في أمتك، ولا نسوءك. صحيح مسلم

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্* তায়ালা কুরআনে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়া বর্ণনা করেন: (অর্থ) হে আমার প্রতিপালক! এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু” (১৪ঃ ৩৬)। আর ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর দোয়া বর্ণনা করেছেন: (অর্থ) “তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি

তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”
(৫ঃ ১১৮)।

তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন, হে
আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! আর কেঁদে ফেললেন।

তখন মহান আল্লাহ বললেন: হে জিবরীল! মুহাম্মদের কাছে
যাও, তোমার রব তো সবই জানেন, তাঁকে জিজ্ঞেস কর,
তিনি কাঁদছেন কেন? জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস
করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা
বলেছিলেন, তা তাঁকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো
সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তা’আলা বললেন: **হে জিবরীল! তুমি
মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আপনার উম্মতের
ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব
না। -সহিহ মুসলিম: ২০২**

ইমাম নববী রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আপনার
উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব, আপনাকে
অসন্তুষ্ট করব না’ এর অর্থ হলো আপনার পুরো উম্মতকে
জাহান্নাম হতে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। -শরহ
মুসলিম: ৩/৭৮

এ হাদিস থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে কতটা
ভাবতেন, তিনি আমাদের মুক্তির জন্য কতটা ব্যাকুল ছিলেন।

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তায়ালা একটি দুয়া কবুলের
 গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। তারা সেই দোয়া দুনিয়াতেই করে
 ফেলেছেন। কিন্তু আমাদের নবী তার দোয়াটি এমন কবীরা
 গুনাহকারীদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন, যারা তাকে রাসূল
 হিসেবে মানে এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের হলেও নবীজির প্রতি
 তাদের ভালোবাসা রয়েছে। আহ! আমাদের ইমানের
 দুর্বলতার কারণে নবীজিকে যেভাবে ভালোবাসা দরকার
 সেভাবে আমরা ভালবাসতে পারিনা, রাসূলের অনুসরণ
 করিনা। কিন্তু তাই বলে নবীজি আমাদেরকে শাফায়াত থেকে
 বঞ্চিত করেননি। বরং আমাদের মতো কবীরা
 গুনাহকারীদের জন্যই তিনি তার মাকবুল দোয়াটি সংরক্ষিত
 রেখেছেন!!! সুবহানাল্লাহ! ভাবা যায়? ফিদাকা আবী ওয়া
 উম্মী ইয়া রাসূলুল্লাহ।

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل
 نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإنني اختبأت
 دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من
 مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً». صحيح البخاري (6304)
 (199) صحيح مسلم

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: প্রত্যেক নাবীর জন্য
 একটি বিশেষ দোয়া আছে যা অবশ্যই কবুল হবে। সকলেই

তাদের দোয়া পৃথিবীতেই করে নিয়েছেন। আমি আমার দোয়াটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি কোন প্রকার শিরক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে ইনশাআল্লাহ আমার এ দোয়া লাভ করবে। -সহিহ বুখারী: ৬৩০৪; সহিহ মুসলিম: ১৯৯

عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الترمذي (2435) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ثم رواه (2436) من حديث محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، وزاد فيه أن جابر قال لمحمد: يا محمد، من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার শাফা'আত হল আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য। -জামে তিরমিযি: ২৪৩৫
জাবের রাযি. থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। সেখানে জাবের রাযি. বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন আলী রহ. কে বলেন: হে মুহাম্মদ, যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহকারী নয় তার (গুনাহ ক্ষমা হওয়ার জন্য) শাফায়াতের কি প্রয়োজন? (তার গুনাহ তো নামায ও অন্যান্য আমলের মাধ্যমে এমনিতেই মাফ হয়ে যাবে)। -জামে তিরমিযি: ২৪৩৬

আমাদের সকল আমলই রাসূলের নিকট পেশ করা হয়। রাসূল তা জানতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী হিসেবে দাড় করাবেন। তাই রাসূল বাধ্য হয়ে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু আমাদের মন্দ আমলের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাসূল কতটা ব্যথিত হবেন তা নিচের হাদিস থেকে উপলব্ধি করা যায়।

عن عمرو بن مرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأ علي» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمع من غيري» فقرأت عليه سورة النساء، حتى بلغت: [فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا] {النساء: 41} قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان. صحيح (4583) البخاري (800) صحيح مسلم

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে কুরআন শোনাবো? অথচ তা আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, অন্যের মুখে শ্রবণ করাকে আমি পছন্দ করি। এরপর আমি তাঁকে ‘সূরা নিসা’ পড়ে শুনলাম। যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, (অর্থ) ‘সুতরাং (তারা

ভেবে দেখুক) সেই দিন তাদের অবস্থা কি হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন স্বাক্ষী উপস্থিত করবো এবং (হে নবী) আমি তোমাকে ঐসব লোক (অর্থাৎ এ উম্মতের) বিপক্ষে স্বাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো।’ (সূরা নিসা: ৪১) তখন তিনি বললেন, থামো, থামো, তখন তাঁর দুচোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু বরছিল। -সহিহ বুখারী: ৪৫৮৩; সহিহ মুসলিম: ৮০০

হাফেয ইবনে হাজার রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضي إلى تعذيبهم، والله أعلم (فتح الباري لابن حجر 9 / 99)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত শুনে উম্মহর জন্য দয়াপরবশ হয়ে কেঁদেছেন। কেননা তিনি উম্মহর আমলের সাক্ষ্য দিবেন। আর তাদের আমল অনেক সময় ঠিকঠাক হবে না। তাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। -
ফাতহুল বারী: ৯/৯৯

রাসূল শুধু আমাদের আখেরাতের শাস্তির জন্যই পেরেশান ছিলেন তাই নয়, বরং দুনিয়াতেও যেন আমাদের উপর কোন শাস্তি না আসে সে জন্যও তিনি ব্যাকুল ছিলেন।

عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شئت، قال:
شيتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا
الشمس كورت. رواه الترمذي (3297) وقال: هذا حديث حسن

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন বললেন: ইয়া
রাসুলুল্লাহ! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন: আমাকে
হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আন্মা ইয়াতাসা আলুন, ইয়াশ
শামসু কুওবিরাত- এই সূরাগুলো বৃদ্ধ করে ফেলেছে। -
জামে' তিরমিযি: ৩২৯৭

ইমাম তুরপুশতি রহ. বলেন,

يريد أن اهتمامي بما فيها من أهوال يوم القيامة والمثلثات
النوازل بالأمم الماضية أخذ مني مأخذه حتى شئت قبل أن
الشيب خوفًا على أمتي. الميسر في شرح مصابيح السنة
(3/ 1123) للتوربشتي

অর্থাৎ এ সূরা সমূহে যে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা এবং
পূর্ববর্তী উম্মহর শাস্তির বিবরণ এসেছে, তা আমাকে
ভীতসন্ত্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমি আমার উম্মাহর শাস্তির
ভয়ে অকাল বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি। -আলমুয়াসসার: ৩/১১২৩
অপর হাদিসে এসেছে,

عن عائشة، قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية، فقال: يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عذب هذا عارض ممطرنا. قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا (4829) صحيح البخاري

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই মেঘ অথবা ঝঞ্ঝা বায়ু দেখতেন, তখনই তাঁর চেহারা (ভয়ের চিহ্ন) ফুটে উঠত। আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষ যখন মেঘ দেখে, তখন বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়, কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন, তখন আমি আপনার চেহারা আতংকের ছাপ দেখতে পাই। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে আমি কিভাবে নিশ্চিত হবো? বাতাসের দ্বারাই তো এক কণ্ঠকে আযাব দেয়া হয়েছে। আরেক কণ্ঠ তো আযাব দেখে বলেছিল, এ মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে। -সহিহ বুখারী: ৪৮২৯

ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী রহ. বলেন,

إنما كان يظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخوف من اشتداد الريح: لأنه كان يخشى أن تكون عذابا أرسل إلى أمته وكان شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته شفقة

عليهم، كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: [عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عُنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ]. {التوبة:
1289/237} فتح الباري

প্রবল বায়ু প্রবাহিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের চেহারায আতংকের ছাপ দেখা যেতো, কেননা
তিনি আশংকা করতেন এটা হয়তো তার উম্মহর জন্য কোন
শাস্তি হতে পারে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের উম্মহর জন্য এতটা ব্যাকুলতা ও ভয় ছিল
উম্মহর প্রতি তার অতিশয় দয়ামায়ার কারণে। যেমনটা
আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বলেছেন, (অর্থ) ‘তোমাদের যে
কোন কষ্ট তার জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের
কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু।’
(সূরা তাওবা: ১২৮) -ফাতহুল বারী: ৯/২৩৭